শ্রদ্ধার আবির্ভাবের হেতুরূপ সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধির কারণরূপে স্বধর্ম্মযুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎপ্রতিমা অর্চ্চনাকেই উপদেশ করিবার জন্য সর্ব্বভূতে অনাদর-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবৎপ্রতিমা অর্চ্চনেরই অব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎপ্রতিমা পূজা করিতে করিতে ক্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বত্র শ্রীভগবসত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে—"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে; এস্থানে ভক্তিতে অজাতশ্রদ্ধ ভক্তের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অধিকার নাই বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচার-সম্বলিত হইয়া প্রতিমা অর্চ্চনের উপদেশ করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে যে জন আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ এবং সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষদৃষ্টিতে অহংপ্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে অথচ নিখিল বিষয়ভোগ দুঃখাত্মক রূপে জানা সত্ত্বেও ত্যাগে অসমর্থ—এই প্রকার অবস্থা লাভ করার পর প্রীতিযুক্ত-মানসে শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া একমাত্র আমাকেই ভজন করিবে। এই ১১।২০।২৭ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ প্রতিপাদন করিবেন।

অতএব, সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধির পর শ্রদ্ধাবান ভক্ত স্বধর্ম্ম-আচারযুক্ত হইয়া প্রতিমা অর্চ্চন করিবে না, কিন্তু বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনাদিজাত অঙ্গ অনুষ্ঠান করিবে; ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

অর্থাৎ ভক্তি-সাধকের যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হইবে এবং জ্ঞানীর যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক-পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ১১।২০।৯ শ্লোকে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিবে না—

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ অথবা মস্তকচ্ছেদন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিবে, তথাপি প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত জীবন আছে, ততদিন পূজা করিবে। এই হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, প্রতিমাপূজা কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনন্তর